উনবিংশ শতকের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রভাবেই ভারতে আধুনিক ভূগোলচর্চা শুরু হয়। ভারতীয় ভৌগোলিকদের প্রথম প্রজন্ম অন্য শাস্ত্রের চর্চা করলেও পেশা হিসেবে তাঁরা ভূগোলকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এই শাস্ত্রে পরবর্তীকালে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। এঁরা হলেন—এন সুব্রামনিয়ম, এইচ. এল. চিব্বির, আর এন. দুবে, এস. পি চ্যাটার্জী, সি. ডি. দেশপান্ডে প্রমুখ। ভারতীয় ভূগোল **সার্ভে অব ইন্ডিয়া** এবং **জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র** মাধ্যমে আরও সম্প্রসারিত হয়।

1950 এবং 1960-এর দশকে ভারতে ভূগোলের বিকাশ প্রাথমিক পর্যায়েই ছিল। এই সময় আর. এল. সিং-এর রচিত **"A study in Urban Geography"** প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ভারতীয় শহরগুলির বিবর্তন, গঠন, কার্যাবলি, কার্যভিত্তিক অঞ্চল, উমল্যান্ড প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। **আর এল. সিং., এ. বি. মুখার্জী, উজাগির সিং, আর এল. দ্বিবেদী, এ. বি. চ্যাটার্জী, মনজুর আলম, ভি. এ জানকী, প্রকাশ রাও, ও. পি. সিং, এইচ এন. মিশ্র** প্রমুখ নগর ভূগোলের বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

কৃষি ভূগোলের বিকাশে **পি. সেনগুপ্ত**-র অবদান অনস্বীকার্য। তিনি 1959 খ্রিস্টাব্দে "The Indian Jute Belt" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। পূর্ব উত্তর প্রদেশের ভূমির ব্যবহারের ওপর সমীক্ষা করেন **এম. সফি**। 1968 খ্রিস্টাব্দে **আর. পি. মিশ্র**-এর "Diffusion of Agricultural Innovations" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। উত্তর প্রদেশের কৃষিক্ষেত্রে **এস. এস. ভাটিয়া** প্রচুর গবেষণা করেছেন। **বি. এন. ভাটিয়া** (1968) ভারতের কৃষি উৎপাদনের সক্ষমতার ওপর পর্যালোচনা করেছেন। ভারতের কৃষি ভূগোলের বিকাশে আরো অনেক ভৌগোলিকের অবদান রয়েছে।

শিল্প ভূগোলের বিকাশের ক্ষেত্রে **পি. দয়ালের** (1964) অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের বিভিন্ন শিল্পের অবস্থানগত পর্যালোচনা তিনি করেন। **পি. পি. করন (1964), এল. এস. ভাট, আর বি মাথুর (1967), কে আর দীক্ষিত (1963), এম. আর চৌধুরী (1964), পি. দয়াল** প্রমুখ ভৌগোলিকের বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজ ভারতীয় ভূগোলকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করেছে।

আর. এল. সিং. (1961) বসতি ভূগোলের অর্থ, পাঠের লক্ষ্য এবং আলোচনার পরিধির ওপর আলোকপাত করেছেন। **কে. এন. সিং** (1966) মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকায় জনসংখ্যার স্থানিক বণ্টনের বিন্যাস নিয়ে পর্যালোচনা করেন। বারাণসীতে

Scanned by CamScanner

"School of Settlement Geography" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রামীণ বসতি ভূগোলের ওপর নিবিড় চর্চা শুরু হয়। আর সি. তেওয়ারী বসতি ভূগোলের বিকাশে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

জি. এস. ঘোষাল জনসংখ্যা ভূগোলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। চণ্ডীগড়ে তিনি "School of Population Geography" প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সহকর্মী এ. বি. মুখার্জী, গোপাল কৃষ্ণাণ, আর. সি. চান্দনা, এস. মেহতা প্রমুখ জনসংখ্যা ভূগোলের বিকাশে সহায়তা করেন। চণ্ডীগড়ে "Association of Population Geography" প্রতিষ্ঠা করেন।

1960-এর দশকের পর থেকে মানবীয় ভূগোলের অন্যতম শাখা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভূগোলের দ্রুত বিকাশ শুরু হয়। আর এল. সিং মানবীয় ভূগোলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। 1965 খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলের ওপর গবেষণা করেন। বসতি ভূগোল ও জনসংখ্যা ভূগোলেও তাঁর অবদান রয়েছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ভূগোলে এন. কে বোস, এ. আমেদ-এর বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজ উল্লেখযোগ্য। এ. আমেদ 1985 খ্রিস্টাব্দে "Culture, Society and Economy" নামে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

বিগত চার-পাঁচ দশক ধরে ভারতীয় ভৌগোলিকগণ মানবীয় ভূগোলের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবীয় ভূগোলের বিভিন্ন শাখা, যেমন—বসতি ভূগোল, নগর ভূগোল, জনসংখ্যা ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল, ঐতিহাসিক ভূগোল, শিল্প ভূগোল, পরিবহণ ভূগোল, আঞ্চলিক ভূগোল প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেছে। গুণগত এবং পরিমাণগত উভয়দিকের বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটে চলেছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য নতুন নতুন গবেষণা এবং তার প্রয়োগ ঘটেছে। ফলে ভারতে উপকূলীয় অঞ্চল পরিকল্পনা, নগর পরিকল্পনা বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনা প্রভৃতি কাজের এবং গবেষণার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

Scanned by CamScanner